নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১০/০২/২০২১ (পৃঃ ০১,০২)

মুজিব শতবর্ষের উপহার নতুন জাতের ব্রি ১০০ ধান

স্টাফ রিপোর্টার ॥

মুজিবশতবর্ষের উপহার হিসেবে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ১০০ নামের নতুন একটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। জিঙ্কসমৃদ্ধ পাঁচটি জাতের পর আরও চিকন চালের জাত হিসেবে মুজিবশতবর্ষে এটি নিয়ে আসলো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলবার জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো. মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)

(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

মুজিব শতবর্ষের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(ব্রি ধান১০০) অবমুক্তকরণ এটি। ব্রির তথ্যে জানা যায়, 'ব্রিধান ১০০' হাইজিংকসমৃদ্ধ। জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫.৭০ মিলিগ্রাম। দেশের ১০টি স্থানে ট্রায়াল করে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৬৯ মেট্রিক টন পাওয়া গেছে। জাতটির জীবনকাল ১৪৮ দিন। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেন, মুজিবশতবর্ষে উচ্চজিংকসমৃদ্ধ 'ব্রি ধান ১০০' অবমুক্ত করতে পারা খুবই আনন্দের। আশা করা যায়, এটি একটি মেগা ভ্যারাইটি হবে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। জিংকসমৃদ্ধ এ জাতটি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জিংকের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর বলেন, ব্রি ধান ১০০ মুজিবশতবর্ষে ব্রির শততম জাত হিসেবে অবমুক্ত হওয়ায় একটি বিশেষত্ব পাবে। এ জাত উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ। ফলন ব্রি ধান ২৯ থেকে বেশি এবং জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর মত, যা আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আমাদের পরিকল্পনা অতিদ্রুত এ জাতটি কৃষকের কাছে জনপ্রিয় করে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অন্যদিকে পুষ্টির যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

জানা গেছে, এখন ব্রি বিজ্ঞানীরা বীজ উৎপাদন শুরু করবেন। বাণিজ্যিকভাবে এ জাত বাজারজাত করা হবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-বিএডিসির মাধ্যমে। এটি নিয়ে ব্রি উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ জাতের সংখ্যা এখন ৬টি। এর আগে ব্রি-৬২, ব্রি-৬৪, ব্রি-৭২, ব্রি-৭৪, ব্রি-৮৪ জিঙ্কসমৃদ্ধ নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন। তবে নতুন ব্রি-১০০ জাতের ধানের চাল হবে আরও চিকন, ভাত হবে ঝরঝরে। ব্রির বিজ্ঞানীরা বলছেন, অন্যান্য ধানের তুলনায় এই ধানের ফলন যেমন বেশি, তেমনিভাবে জিঙ্কের পরিমাণও থাকছে বেশি। উৎপাদনশীলতা পাশাপাশি জিঙ্ক-আয়রন সমৃদ্ধ ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে ভাতের পুষ্টি গুণাগুণ বাড়াতে ব্রির ১৪ বছরের চলমান গবেষণার সর্বশেষ সাফল্য এটি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলছেন, পুষ্টিসমৃদ্ধ এই বোরো ধান থেকে অল্প দিনেই ফলন পাওয়া সম্ভব; যা আগামী বর্ষার আগেই ঘরে তুলতে পারবেন কৃষকরা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাজাহান কবীর জনকণ্ঠকে আরো বলেন, মুজিবশতবর্ষে এটি আনতে পেরে আরও বেশি আনন্দ এ কারণে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ব্রিকে জাতীয়করণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন এবং শুরু হয় ধানের ওপর নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা। পাশাপাশি তিনি দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রির বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেন বিআর ৩ বা বিপ্লব, যা দেশের খাদ্য উৎপাদনে একটি সত্যিকারের বিপ্লব নিয়ে আসে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের সরাসরি দিকনির্দেশনা মোতাবেক এগিয়ে যাচ্ছে ব্রি। যার অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের ফলে সৃষ্ট নানাবিধ বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করেও ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। এখনো ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। তাই ভাতের মাধ্যমে কিভাবে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা যায় সেইলক্ষ্যে কাজ করছেন বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ১০/০২/২০২১ (পৃঃ ০৩)

হাইজিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত অবমুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত হাইজিংক সমৃদ্ধ ব্রি-ধান ১০০ জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। মুজিববর্ষে এ জাতটি আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হবে। এছাড়া বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে সেবা সহজীকরণ' এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখন থেকে বীজ ডিলারদের নিবন্ধণ ১ বছরের পরিবর্তে একসঙ্গে ৫ বছরের জন্য দেয়া হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো. মেসবাহুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) উদ্ভাবিত লবণাক্ততাসহিষ্ণু দেশী পাটের (বিজেআরআই দেশী পাট-১০) জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, বিএডিসির চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম, ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, বিজেআরআইর মহাপরিচালক ড. আশম আনোয়ারুল হকসহ অন্যান্য সংস্থা প্রধান ও বীজ বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ব্রি উদ্ভাবিত শততম জাতের (ব্রি ধান-১০০) অবমুক্তকরণ এটি। ব্রি ধান ১০০ হাইজিংক সমৃদ্ধ। জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫.৭০ মিলিগ্রাম। দেশের ১০টি স্থানে ট্রায়াল করে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৬৯ মেট্রিক টন পাওয়া গেছে। জাতটির জীবনকাল ১৪৮ দিন। বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো: মেসবাহুল ইসলাম বলেন, মুজিব শতবর্ষে উচ্চজিংকসমৃদ্ধ 'ব্রিধান ১০০' অবমুক্ত করতে পারা খুবই আনন্দের। আশা করা যায়, এটি একটি মেগা ভ্যারাইটি হবে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। জিংকসমৃদ্ধ এ জাতটি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জিংকের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে। ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, 'ব্রি ধান ১০০ মুজিব শতবর্ষে ব্রির শততম জাত হিসেবে অবমুক্ত হওয়ায় একটি বিশেষত্ব পাবে। এ জাত উচ্চমাত্রার জিংক সমৃদ্ধ। ফলন ব্রি ধান ২৯ থেকে বেশি এবং জীবনকাল ব্রিধান ২৮ এর মতো।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ১০/০২/২০২১ (পৃঃ ০১,০২)

হাইজিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত অবমুক্ত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

জাতির পিতা মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পুষ্টিকর ধান গবেষণা দলের বিজ্ঞানীরা হাইজিংকসমৃদ্ধ জাত ব্রি ধান ১০০ উদ্ভাবন করেছেন। মঙ্গলবার জাতীয় বীজ বোর্ড নতুন এ জাতটির অনুমোদন দিয়েছে।

মুজিববর্ষের উপহার

ব্রি ধান ১০০-তে জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫.৭০ মিলিগ্রাম। দেশের ১০টি স্থানে পরীক্ষামূলক চাষাবাদে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৬৯ টন পাওয়া গেছে। জাতটির জীবনকাল ১৪৮ দিন। এ জাতীয় বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্রি ধান-১০০ এ আধুনিক উফশী ধানের সববৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ● পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

হাইজিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত অবমুক্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এতে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। তবে রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৭ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৮.৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। ৫ বছর ফলন পরীক্ষার পর কৌলিক সারিটি ২০১৭ সালে ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ২০২০ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হয়। ব্রি ধান ১০০ এর জীবনকাল ব্রি ধান ৭৪ এর প্রায় সমান। এ জাতের ফলন ব্রি ধান ৭৪ এর চেয়ে সামান্য বেশি হলেও (৪.৫) ধানের গুণগত মান ভালো অর্থাৎ চালের আকৃতি মাঝারি চিকন এবং ব্রি ধান ৮৪ এর চেয়ে ফলন প্রায় ১৯ শতাংশ বেশি। ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর অর্থাৎ অগ্রহায়ণের এক তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর যায়যায়দিনকে বলেন, 'ব্রি ধান ১০০ মুজিবশতবর্ষে ব্রির শততম জাত হিসেবে অবমুক্ত হওয়ায় একটি বিশেষত্ব পাবে। এ জাত উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ। ফলন ব্রি ধান ২৯ থেকে বেশি এবং জীবনকাল ব্রিধান ২৮ এর মতো, যা আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আমাদের পরিকল্পনা অতিদ্রুত এ জাতটি কৃষকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠবে। জিংকসমৃদ্ধ এ ধান উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টির জোগান মেটাতে বড় ভূমিকা রাখবে। মানুষের পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্রি প্রিমিয়াম গুণ সম্পন্ন ও রপ্তানিযোগ্য ১১টি, এন্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ধান, ডায়াবেটিক ধান এবং প্রো-ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইসের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছে। জলবায়ুর প্রভাবমোকাবিলায় খরা, লবণ সহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে।'

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেন, মুজিব শতবর্ষে উচ্চজিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান ১০০ অবমুক্ত করতে পারা খুবই আনন্দের। আশা করা যায়, এটি একটি মেগা ভ্যারাইটি হবে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। জিংকসমৃদ্ধ এ জাতটি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জিংকের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে।'

এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা বলেন, 'মানব শরীরের জন্য জিংক খুব প্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। মানব দেহে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, শর্করার ভাঙনে, দেহ কোষের বৃদ্ধিতে এবং পলিপেটাইড গঠন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, চুল পড়া রোধ এবং গ্যাসটিন নিঃসরণের এর মাধ্যমেই স্বাদের অনুভূতি বা রুচি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কেরাটিন তৈরি ও তার পরিপক্বতা, ত্বকের ক্ষত সারানো, আবরনি কোষের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে মানব শরীরে জিংকের প্রয়োজন হয়। উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জিংকের অভাব হলে বেটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জিংকের অভাবে ডায়রিয়া ও এলার্জির মতো রোগ দেখা যেতে পারে। কিন্তু জিংক সমৃদ্ধ জাতের ভাত খেলে শরীরে জিংকের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে যাবে। বাংলাদেশের প্রায় ৪৪.৬ ভাগ শিশু এবং ৫৭.৩ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারী জিংকের অভাবজনিত রোগে ভুগছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে জিংকের দৈনিক চাহিদা প্রায় আট থেকে ১২ মিলিগ্রাম এবং শিশুদের দৈনিক চাহিদা তিন থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম। নতুন অনুমোদনকৃত ব্রি ধান ১০০ তে জিংক এর পরিমাণ ২৫.৭ মি.গ্রাম। এটি মানুষের শরীরে জিংকের যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে তার ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ মিটাতে পারে।